মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এসময় গাঁজা ও একটি গাঁজার গাছ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৪ ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

রবিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ সোমবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। এসময় ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ২

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতের পৃথক সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে গ্রেফতার করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের টিম অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৬ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামি রয়েছে।

শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৪ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার করে। এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশ ১ আসামি ও সদর থানা পুলিশ ১ আসামি গ্রেফতার করেছে। ২৪ ঘন্টায় মোট ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অঅব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজের ২৪ ঘন্টা পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ব্রিজে পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজ সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্নের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশটি উদ্ধার করে।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী বাঁশ বাগানের নিচে ৪ জন বসে তাস খেলছিলেন। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্প পুলিশের টুআইসি এএসআই জাহিদুল ইসলাম দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ওই চারজনকে ধাওয়া দেন।

পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ২ জন ঝাঁপ দেয়। একজন সাঁতরে ডাঙায় আসলেও সবজি ব্যবসায়ী টোকন নিখোঁজ হয়। টোকন সাঁতার না জানায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানির স্রোতে ভেসে যায়।

এলাকাবাসী জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফেরিঘাটপাড়ার আবদুর রহমানের ছেলে আকছেদ আলী, ইয়াদুল হকের ছেলে কবিরুল ইসলাম, ছুন্নত আলীর ছেলে নাজিম উদ্দিন ও ওদু ছদ্দিনের ছেলে টোকন আলী

এ সময় কবিরুল ইসলাম ও আকছেদ আলীকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অপর দুজন নাজিম উদ্দিন ও টোকন আলী মাথাভাঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দেন। কিছুক্ষণ পর নাজিম উদ্দিন সাঁতরে ওপারে চলে গেলেও সাঁতার না জানার কারণে টোকন আলী স্রোতের তোড়ে তলিয়ে যান।

দীর্ঘ সময় পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিখোঁজ টোকনকে খুজতে থাকে।পরবর্তীতে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার অনুসন্ধান

চালায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্ন থেকে নিখোঁজ টোকনের লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান পক্রিয়াধীন ছিলো।

বিস্তারিত আসছে…

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭ দুটি মামলা রেকর্ড

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযান আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ১, মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ ও গাংনী থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তিনটি থানার একাধিক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫ জন মামলা রেকর্ড ৬ টি

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। তিন থানায় বিভিন্ন অভিযোগে ৬ টি মামলা রুজ্জু হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৩ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

সদর থানায় অন্যান্য মামলা ৩ টি, মাদক আইনে ১ টি , মুজিবনগর থানায় ১ টি ও গাংনী থানায় ১ টি মামলা রেকর্ড হয়েছে।

রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনরগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান সূত্রটি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১১ গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ বিভিন্ন মামলার ১১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৫, সিআর মামলার ৪ ও নিয়মিত মামলার ২ আসামী।

এসব আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ জন, সিআর মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলার ১ জন, নিয়মিত মামলার ২ জন এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলার ২ ও সিআর মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত এ অভিযান চালান পুলিশ।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম

জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযানে চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃতদের শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোহেল রানা নামের এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার করেছেন।

সোহেল রানা মেহেরপুর শহরের পোস্ট অফিসপাড়া এলাকার মৃত বিল্লাল হোসেনের ছেলে।

আজ শুক্রবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার এএসআই শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

জিআর ৭৩/২০ নং মামলায় সাম্প্রতিক সময়ে আদালত তাকে এক বছরের সাজা প্রদান করেন। তারপর থেকেই পলাতক ছিলেন তিনি।

এএসআই শাকিল খান জানান, আদালতের পরোয়ানা পেয়ে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে গ্রেফতারকৃত সোহেল রানাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি ও গাংনী থানা পুলিশ অভিযান ১ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (১ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

এসময় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা রুজ্জু হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসডিলস ও মোটরসাইকেলসহ গ্রেফতার-৩

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও মোটরসাইকেলসহ সহ ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এসআই স্বপন কুমার সরকার, এসআই শামীম রেজা, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, এ,এস,আই হাফিজুর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামে।

এসময় গ্রামের জনৈক মধু চৌকিদারের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় ১০ বোতল ফেন্সিডিল নাস্তিপুর গ্রামের আব্দুল মমিনের ছেলে রুমন হোসেন (৩০), চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে সিরাজুল ইসলাম (২৭) ও জাফরপুরের সামসুল হকের ছেলে হিরোনকে (২৫) আটক করে। এসময় আটককৃতদের দখল হতে মাদক পাচার কাজে ব্যাবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করে পুলিশ।

এ ঘটনায় আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হচ্ছে।###